দূর্গা পূজা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব

--রজত নাথ

বর্ষার মেঘভার সরে গিয়ে ঘননীল আকাশ, নদীতে যখন সাদা মেঘের গামছা ভাসে- শরৎকন্যা তখন সোনাঝরা হাসিতে ভরিয়ে দেন সমগ্র প্রকৃতিকে। আর ঠিক তখনই ঢাকিরা ঢাক বাজায়; আমাদের মনে-প্রানে অকারনেই একটা খুশীর হাওয়া বইতে থাকে।

কবি বলেছিলেন-

"এসেছে শরৎ, হীমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে।
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশির রেখা ধরে।।"

ভোরের শিশির ভেজা ঘাস, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ জানিয়ে দেয় শরতের আগমন বার্তা। আর ঠিক তখনই শুরু হয় বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব "দূর্গাপূজা"-র প্রস্তুতি।

সারা বছর থেকেই আমরা সকলে এই সময়টার জন্য অধির আগ্রহে থাকি। আর শরৎ আমাদের দরজায় কড়া নাড়তেই আমাদের মন উৎসবের মেজাজে মেতে উঠে। শুরু হয় ক্লাবে-ক্লাবে পূজোর প্রস্তুতি, মন্ডপ তৈরি, প্রতিমা নির্মাণের হিড়িক লেগে যায়।

মনে পড়ে; ছোটোবেলায়, যখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি কিনা; পূজো আসলেই পূজোর নতুন জামার জন্য অপেক্ষায় থাকতাম, আর পূজোর চারটি দিনই গ্রামের পূজো মন্ডপে দাদাদের সঙ্গে ঘুরতাম। কত আনন্দ আর মজায় ঘেরা ছিল দিনগুলি ! আজও সেই দিন গুলির কথা মনে পড়লে চোখে জল এসে যায়। সেই দিনগুলি তো আর ফিরে পাবো না কোনো দিন; আর সেদিনের আনন্দ টাও.....!!!

১৫-১৬ বছর আগের কথা। যখন আমি ছোটো। তখন, পূজোর সময়ের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখে পরত, তখন তা বোঝতে না পারলেও, আজ বুঝতে পারি তখনকার আর এখন কার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কতটা তফাৎ সৃষ্ঠি হয়েছে। তখন পূজোর সময় বেশ একটা ঠান্ডা পড়ে যেত। রীতিমতো শীতবস্ত্র পরে বের হতে হতো। ভোরের কুয়াশায় ভেজা শিউলি ফুলের সৌন্দর্য মুখর করত। চারিদিকে কাশফুলের শুভ্রতা, আলতো বাতাসে দুলত। আর চারিদিকে পূজোর ব্যাদ্যি আর ঢাকের শব্দের আনন্দটা যে কি রূপ নিত, তা ভাষা দিয়ে বোঝানোর সাধ্যি আমার নেই।

আর, এখন পূজোতে তো গরম-ই থাকে। ঠান্ডা পড়ছে কি..না....। তবুও পূজো এলে গরম-ঠান্ডার চিন্তা তো আর মাথায় থাকে না। আজকাল সবাই ব্যাস্ত, তবুও এতো ব্যাস্ততার মাঝে সময় বের করে মায়ের পূজোর প্রস্তুতিতে সবাই মেতে উঠে। ক্লাবে-ক্লাবে শুরু হয় Super Star বনাম Mega Star এর লড়াই। বাজেট পূজো। কার চেয়ে কার মন্ডপ বেশী আকর্ষনীয় করে তুলতে পারেন আর Super Star, Mega Star এর শিরোপা তুলতে পারেন, তারই ব্রত শুরু হয়।

তখনকার মহালয়ার ভোরে রেডিও তে মহীষাশুরমর্দিনী শোনা। উফঃ সেই মুহূর্তের কথা মনে হলে প্রান জুড়িয়ে যায়। তবে, আজকাল সেই স্বাদটা আর পাওয়া যায় না। আজ কটা বাড়িতেই বা রেডিও চোখে পড়ে।

ক্রমে এগোতে থাকে দিন। শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে দীর্ঘ আখাঙ্খিত সেই সময়, অর্থাৎ পূজারম্বের প্রথম দিন- "ষষ্ঠি"। বিকেল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়া, পরিবার কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে। তবে পুরো পরিবারের সাথে

জীবানু

--স্বপন ধর

জীবানু ঢুকেছে আজ মানুষের মনে মনে
কখন কী হয় কেহ জানে না,
এই ত্রাস এখন চারিদিকে প্রতিনিয়ত
সৃষ্টি করেছে এক অশান্তিময় পরিবেশ।
দেশটি হল তিনখন্ড,
দেশের নেতা সাজছে ভন্ড
আত্মস্বাদ সন্ত্রাস এই জীবানুর প্রতিষেধক
কেহ কী খুঁজছে ?
আত্মসম্মান দিয়েছে ভূমিতে লুটিয়ে
জীবনটাকে নিয়েছে গুটিয়ে,
প্রতিষেধকের অভাবে সৃষ্ট এই ত্রাস
আজ করবে মানবজাতির নাশ।